শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু
সংকলিত।

কলিকাতা
এ, কে, রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য [illegible]

Cover printed at the IVY PRESS.

বাঙ্গালা

সাহিত্য-দর্পণ

বাঙ্গালা

সাহিত্য-দর্পণ

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু

সঙ্কলিত।

নূতন সংস্করণ

কলিকাতা

৫৭। ১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে

এ, কে, রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৯০৯।

Calcutta:

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL
AT THE "SIDDHESWAR MACHINE PRESS"
13, Shibnarayan Dass's Lane.

1909.

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা সাহিত্য-দর্পণ দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কতিপয় রত্ন সংগৃহীত হইয়া ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রবন্ধনিচয় অজ্ঞাত লেখনী-প্রসূত নহে। প্রত্যেকটি পরিমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক এবং উপদেশপূর্ণ। সৌকুমার্য্যাদি যে সৎসাহিত্যের অন্তর্ভূত গুণ, তাহা এই পুস্তকের প্রতিস্থলে লক্ষিত হইবে। আমার ক্ষুদ্রমতে এইরূপ পুস্তকই বালকদিগের হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। কোনও ব্যক্তিই স্বকীয় কার্য্যের সুন্দররূপ সমালোচক হইতে পারেন না, সুতরাং আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তদ্বিষয়ে আমার বলিবার অধিকার নাই; কিন্তু আশা করি, এই পুস্তকখানি কথঞ্চিৎ উপকারী হইতে পারিবে।

যে মহাত্মগণ আমাকে স্ব স্ব গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধ সঙ্কলনের অনুমতি দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী রহিলাম। ভরসা করি তাঁহাদিগের বিশ্বজনমনোহারী প্রবন্ধপ্রসূননিচয় আমার অঙ্গুলিস্পর্শে ম্লানীভূত হইবে না।

উত্তরপাড়া,
১৯০৯। ৩০শে জুলাই।

শ্রীনৃসিংহরাম শর্ম্মা।

সূচী

বাঙ্গালা

সাহিত্য-দর্পণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্ঞানানুশীলন।

আমরা যখন মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনি আমাদের কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হইতে হইয়াছে। আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, অন্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করা, সন্তান-গণকে সুশিক্ষিত ও সুখী করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার ও তাহাদের-সুখ-স্বচ্ছন্দতা-সাধন পূর্ব্বক জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং পরমেশ্বরের অপরিসীম মহিমা ও অপার করুণাগুণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কি রাজা, কি প্রজা; কি স্ত্রী, কি পুরুষ; কি ধনী, কি দরিদ্র; সকলেরই স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞানই সুখরত্নের অদ্বিতীয় আকার, এই জ্ঞানই মানব-জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত ভোজন, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের পরিমিত চালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে, শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারা যায়। অস্মোন্নতিই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রথম সোপান।

দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-বৃদ্ধি যে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন সময়ে মনে সুখানুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন ও জ্ঞানানুশীলনের সময়েও, তাহার পুরস্কার-স্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। যখন আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকি, অথবা অন্য কোন কারণে বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দ থাকি, তখন পুস্তক-পাঠই মহোপকারী বোধ হয়। সময়বিশেষে পুস্তক-বিশেষ পঠিত হইলে, পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রের ন্যায়, সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত ও বিষণ্ণ বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কোন অভিনব নিয়ম নিরূপিত হইলে, কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়। অসামান্য-ধীশক্তি সম্পন্ন মহানুভব নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কলম্বাস্ অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পূর্ব্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়-তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণখণ্ডও তুচ্ছ বোধ হয়।

বিদ্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধসুখ, ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণ-মাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও, স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া

অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া, নত নয়নে নিম্নস্থ প্রদেশের যাবতীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে পারেন। তিনি মিত্রগণের সহিত সদালাপ-কালে দেশ-বিশেষের জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ ও ধাতু প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। তিনি যখন গ্রামে ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন কেবল বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদির পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মাত্র সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না; তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা সাধিত হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হন; এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজিত করিয়া, অসীম বিশ্বব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাবর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া, উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর-ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। গ্রহমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডল সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্রলোক অবলোকন করত অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ সুখ-রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জন করা যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভৃত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই সমাকুল, কত কষ্টেই তাহার দিনযাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া অতি কষ্টে কাল হরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যত্ন না করা যে নিতান্ত অবিহিত কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নিকট সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতি-শয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে যেরূপ উপকরী, উভয়ের অসুস্থতাও উভয়ের পক্ষে সেইরূপ অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে শরীর শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে শিশু সতত সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অর্দ্ধ-স্ফুট সুমিষ্ট বাক্য সকলও শ্রুত হয় না। প্রবল ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হয় এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে,

শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, শারীরিক ও মানসিক উভয়প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন-পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের সঞ্চার হইতে থাকে। শারীরিক-পীড়া-নিবন্ধন কত শত ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হওয়ায় কত শত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত-বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন-রক্ষা, সুখ-সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিমিত্ত শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভার্থে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিহিত হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সম্যক্‌রূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয় এবং যদি প্রাণাধিক-প্রিয়তম পুত্র-কন্যা-দিগকে, যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দোষাবহ হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম অবহেলন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া, ঐ সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহা-পাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জলমজ্জন, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা, উভয়ই তুল্য; কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এইমাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর-রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

পরিশ্রম।

মনুষ্যেরা পশু-পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্নসম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাব-জাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে নিজ যত্নে ঐ সমুদায় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তু সমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া, মনুষ্যগণ যাহাতে আপনাদের শরীর ও মন পরিচালন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়ও করিয়া দিয়াছেন।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন, কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ-চিত্ত-রঞ্জন-পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎসম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয়, ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মান-সিক পরিশ্রমের অসীম মহিমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহ-জেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎ-পাদক এমত নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর-চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভাল বাসে না; গমন, ধাবন, কূর্দ্দন করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতিদিবস ৭।৮ ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীর সঞ্চা-

লন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গ-চালনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে, সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তির পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, ইহা আমাদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু যখন আমাদিগকে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নহে। যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে, বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। ন্যায়পথাশ্রয়ী সরল-স্বভাব কৃষক অন্যায়োপজীবী লক্ষ-পতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দবিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্ত-চমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুল-গ্রাস পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধপরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এতদ্দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্যতা অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ করিবেন, তথাচ শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক, লোকে নিয়মাতিরিক্ত

পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জনসমাজে এবিষয়ে সাতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতিদিবস ৩০।৩৫ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা ৪ দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে সম্মত নহে। কিন্তু এই উভয়ই অনিষ্টকর। কারণ, নিয়মিত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজোহীন হইতে থাকে। কেবল একরূপ কর্ম্ম করিয়া আমাদের আয়ুর ক্ষয় করা উচিত নহে। পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন, প্রতিদিন তৎসমুদায় সঞ্চালন করিয়া শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা-নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া, অবশিষ্টকাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র প্রমোদ-সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়।

সকলেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়; এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। জগদীশ্বর যাবতীয় জন্তুকেই তাহাদের আহার-নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। যে সকল জীব শ্রেণীভুক্ত হইয়া, এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না, সুতরাং অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে কতকগুলি মধুপুষ্প আহরণ করে, আবার কতকগুলি মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যেরা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন না। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে সকলেরই ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হলচালনা ও খনিত্র-ব্যবহার না করিলে সংসারের উপকার হয় না, এমত নহে। ধনশালী মহাশয়েরা আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি-পরিচালন করিয়া সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উভয় উপায় দ্বারা জনসমাজের

শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম উভয়ই হিতকর। যাঁহারা বুদ্ধিবলে নূতন শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসংক্রান্ত কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় ব্যক্তি। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ অথবা গ্রন্থ-রচনা দ্বারা লোকের ভ্রম নিরাকরণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন উষাকালের সুকুমার অরুণ-প্রভা পূর্ব্বপ্রদেশে প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর পশ্চিমপ্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব ব্যক্তির জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রভাব ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে।

পিতামাতা।

আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনকজননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং যাঁহারা আমাদের লালনপালন ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-বর্দ্ধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করেন ও যেরূপে হউক আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ও যথাশক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা একান্ত কর্ত্তব্য; ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

পরমারাধ্য পিতা মহাশয় স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত, বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন; তাহারা সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে, তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন; তাহারা কৃতী, সুখী ও যশস্বী হইলেই, তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন; অন্যের মুখে স্বীয় পুত্রের সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণ করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। স্নেহের কি আশ্চর্য্য মধুময় ভাব! যাহারা অন্যকে আপনার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্, যশস্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তাহারাও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিদ্যা ও যশঃ অধিক দেখিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়।

প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা-প্রিয়তম সন্তানের শুভসাধনার্থ যাদৃশ যত্নপ্রকাশ ও ক্লেশস্বীকার করেন, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ও সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত না হয়। মাতা আমাদের দুঃখের সময় দুঃখ ভোগ করেন, বিপদের সময় বিপদ্ ভোগ করেন এবং রোগের সময় রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয়, ইহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন? স্বীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্য দান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন, অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মধুময় স্নেহ প্রকাশ দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন এবং তাহাদের কল্যাণার্থে জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারেন। অমাদের সর্ব্বশরীর তাঁহার অসামান্য কারুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই দেহের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু তাঁহার নিরুপম স্নেহ-পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ অসামান্য স্নেহময় ভাব ও এপ্রকার নিতান্ত স্বার্থশূন্য প্রগাঢ় প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

যাঁহারা আমাদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়? যাঁহার মন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপথে অনুরাগী, দয়া ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। পিতামাতার দুঃখ-দূরীকরণ ও সুখ-সংবর্দ্ধন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অকৃত্রিম ভক্তি-প্রকাশ-পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রতি আমাদের যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, তৎসমুদায়ই ঐ দুই সংক্ষিপ্ত নীতিসূত্রের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

শিশুগণ স্বীয় শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, এজন্য তাহাদিগকে জনকজননীর বশবর্ত্তী থাকিয়া তদীয় আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা শিশু-সন্তানদিগকে যাহা কিছু অনুমতি করেন, সে সমুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কলিত। তাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের যত কল্যাণ চিন্তা করেন, ভূমণ্ডলে অন্য ব্যক্তি তাহার

শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। আমরা অন্তের নিকট যখন যে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও তাঁহাদের যত্নসাপেক্ষ। তাঁহারা অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও সুস্থ না রাখিলে, আমরা অন্ত কর্তৃক প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম না। তাঁহারা অনুকম্পা-পুরঃসর আমাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত না করিলে, আমরা অন্য-সমীপে ধন, মান ও যশ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতাম না। আমাদিগকে শৈশব-কালে রক্ষা করিয়া বাল্যাবস্থাতে উপনীত করিতে, তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে ও কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সহ্য করিতে হইয়াছে। সুচঞ্চল বাল্য-স্বভাবকে অপেক্ষাকৃত বৈচক্ষণ্য-সংযুক্ত যৌবন-দশায় পরিণত করিতেই বা কত যত্ন ও কত ব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের একান্ত শুভাকাজ্ক্ষী ও আমাদের উপকারার্থে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ-স্বীকার ও স্থলবিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত, তাঁহারা যদি কখনও আমাদিগকে নিষ্প্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি-সত্ত্বেও কোন বিষয়ে আমাদিগের সুখ সম্পাদন করিতে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্ত্তব্য নহে। যেমন গুণগ্রাহী সৎ কবিগণ, সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভার বর্ণনা বরিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তদীয় কলঙ্কসমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সেইরূপ পরম-ভক্তি-ভাজন জনক-জননীর অতুল্য স্নেহ ও নিরুপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে, উল্লিখিত রূপ কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার দোষ-পর্য্যায়-মধ্যে ধর্ত্তব্য বোধ হয় না। তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য অপত্য-স্নেহ স্মরণ করিলে, অন্তঃকরণে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতারস একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

আমরা তাঁহাদের সহিত একত্রই বাস করি, অথবা হেতু-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থিতি করি, তাঁহাদের দুঃখ নিবারণ এবং সুখ ও সন্তোষ সাধনার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরম-পূজনীয় জনক-জননীর ক্লেশ থাকিতে, আমাদের সুখস্বচ্ছন্দে অন্ন-পান-গ্রহণাপেক্ষা বিষ-পানই শ্রেয়ঃ। কারণ, তাঁহাদের বার্দ্ধক্য-কাল সন্তানের শ্রদ্ধা ও যত্ন-প্রকাশের প্রধান সময়। সে সময়ে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিলে, সন্তানগণের জন্মগ্রহণ করা সার্থক হয়। যদি দেখা যায়, কোন

পিতৃভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মশীল সন্তান জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শয্যা-সন্নিধানে উপবেশনপূর্ব্বক আলস্য ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া, তাঁহার নিয়ত-প্রদীপ্ত যন্ত্রণাগ্নিশিখায় সাধ্যানুসারে শান্তি-সলিল সেচন করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতে ইহা অপেক্ষা সুদৃশ্য ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই।

সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক-জননীর প্রতি যেরূপ ভক্তি-সহকৃত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা সম্যক্ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান তাঁহাদের ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহাদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি "আমি সাধ্যানুসারে জনকজননীর সন্তোষসাধন করিতে যত্ন করিয়াছি" এরূপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক তৃপ্তির বিষয়। ইহা হইলে, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন থাকে এবং পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে সন্তানের সহিত পিতামাতার এইরূপ শুভকর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহাও সুসম্পন্ন হয়।

ভাই ভগিনী।

যদি প্রিয়পাত্রের প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা উচিত হয়, তবে পরম-শ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতার স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রীতি প্রদর্শন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানগণের পরস্পর প্রণয়-সঞ্চার ও সদ্ব্যবহার-সম্পাদন জনক-জননীর যেমন তুষ্টিকর, তাহাদের পরস্পর অপ্রণয় ও কলহ-ঘটনা তাঁহাদের তদ্রূপ অসন্তোষের কারণ। অতএব ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক-জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহাও সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয় না।

যদি অপরের সহিত মিত্রতা করিয়া অভিন্নহৃদয় হওয়া সুখের বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্রথম বয়সে, কি ক্রীড়া-ভূমিতে,

কি পাঠ-মন্দিরে, উৎসাহ-সহকারে বহুদিন একত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, পরে তাহাদের পরস্পর প্রণয়বদ্ধ থাকিয়া সহবাস ও সদালাপ-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করা যদি অতীব প্রার্থনীয় হয়, তবে যাহারা এক জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক স্নেহময়ী জননীর সুকুমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সুধাসম স্তন্য পান করিয়াছে, একত্র আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও কথোপকথন করিয়া মনের সুখে কালহরণ করিয়া আসিয়াছে, একত্র একই উৎসবে উৎসব প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ানন্দ চতুর্গুণ বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিপদে বিপন্ন হইয়া একত্র আর্ত্তনাদ বা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের পরস্পর পবিত্র স্নেহময় প্রীতিপাশে বদ্ধ থাকিয়া সদ্ব্যবহার করা কতদূর আবশ্যক, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্ম। ইহাকে নৈসর্গিক ধর্ম্ম কহে। ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। দুঃশীল লোকে বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, সরলস্বভাব সুশীল ভ্রাতাও যে তদনুরূপ অপবিত্র আচরণে অনুরক্ত হইবেন, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বাল্যাবধি জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য সুধাময় সৌভ্রাত্ররূপ অমূল্য ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে কালহরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যবহারভূমি ক্ষমাগুণ-প্রদর্শনের প্রধান স্থল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অপরাধ মার্জ্জনা করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় ত্রুটি-স্বীকার কর্ত্তব্য। দোষাকর স্বার্থপরতাকে স্নেহ ও বাৎসল্য-সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক। পরম পবিত্র ভ্রাতৃপ্রণয়রূপ পুণ্যধামের অধিবাসী হইয়া প্রতারণা ও কপটতাকে একেবারে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

কাহারও কোন বিপদ্ অথবা কোন বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ্ ও সে অপ্রতুল পরিহারার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। স্বীয় সহোদরের এতাদৃশ উপকার করা সদাশয় ও দয়াশীল ব্যক্তিদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

যে স্থলে পরম-পবিত্র প্রণয়-প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত থাকা উচিত, সে স্থলে গরলময় কলহ-ঘটনা হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর। যাহাদের পরস্পর আনুকূল্য ও যত্ন-প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহাদের পরস্পর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরস্পরের অহিত চেষ্টা করা দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

যদি সহোদরবর্গে পরম পরিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিয়া, পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব প্রকাশ-পুরঃসর, সপরিবারে একান্নে সুখে কালযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন বলিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

ভ্রাতৃগণ বাল্যাবধি যাবজ্জীবন একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া এক গৃহেই অবস্থিতি করুন, অথবা উপার্জ্জনক্ষম হইয়া স্বতন্ত্রই বাস করুন, তাঁহাদের পরস্পর স্নেহ ও যত্ন করা এবং পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণ হইয়া সংসারের সুখপ্রবাহ সমধিক প্রবল হইয়া উঠে।

ভ্রাতৃভক্তি।

রাজকুমারগণ আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইতাবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনী-তীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন, এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জন-সমক্ষে রামকে কহিলেন,—"আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল-জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ

জানিবেন। আর্য্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের; আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যার পর নাই অসুখের, সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া যত্নের সহিত পোষণ করিলে, যখন ঐ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিস্তৃত হইয়া পুষ্পিত হয়, তখন যদি ঐ বৃক্ষ ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক; আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন; মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যার পর নাই আহ্লাদিত হউন।” ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—“বৎস! জীব অস্বতন্ত্র; সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদায় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ ও জীবনের মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ব ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোন আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভ-লম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যও জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যে জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জল শোষণ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্য্যটন কর, তোমার আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু

তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরা-নিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়, এবং রজনী-সমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল তাহা সে বুঝিতে পারে না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতু-পরিবর্ত্তে যে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারে না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্ম-মৃত্যু-শৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব; সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া অপনাকে সুখ-সাধন-ধর্ম্মে নিয়োগ করাই শ্রেয়ঃ; কারণ, সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের সঙ্গত নহে। সকল অবস্থাতেই শোক, বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। অতঃ-পর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমা-দের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয়স্কর নহে; তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ-

সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আপনার হিত চিন্তা কর।" ধর্ম্মপরায়ণ রাম, ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর ভরত কহিলেন,—"আর্য্য! জীবলোকে আপনার ন্যায় আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও, ধর্ম্মসংশয়ে উহাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; অতএব আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ্ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব, সর্ব্বদর্শী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই, সুতরাং দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন; আমি কেবল ধর্ম্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করি নাই। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ- এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমি কিরূপে গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইব? আর্য্য! মহারাজ আমাদের গুরু, পিতা ও দেবতা; অতএব তাঁহার নিন্দা করিলে আমরা পাপভাগী হইব; কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর প্ররোচনায় এইরূপ লোকবিগর্হিত অকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে যে, আসন্ন-কালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে; মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ, মোহ বা অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভসংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই, পুত্রের নাম অপত্য; এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবহির্ভূত ও একান্ত গর্হিত। এক্ষণে আমার

অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম; কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন; এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত নহে। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; কোন্ সুক্ষত্রিয় এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্দ্ধক্য-ধর্ম্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, তবে আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্ম্মিকেরা কহেন যে, চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক এবং বয়সে কনিষ্ঠ; আপনি বিদ্যমান থাকিতে রাজ্য পালন করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনার অভিষেক করুন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া, রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি ঋণ হইতে আত্ম-মোচন, শত্রুবর্গের দমন ও সুহৃদ্গণের সুখসাধন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করুন এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।"

ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক্ ও কুলপতিগণ এবং রাজমহিষীরা

বাষ্পাকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং রামকে প্রতি-গমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন রাম কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! তুমি যেরূপ কহিতেছ, তাহা তোমারই সমুচিত। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে পিতা, দেবী কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ-কালে, কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব।" অনন্তর দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী, তোমার রাজ্য ও আমার বন, এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য-পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি; তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্যরক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত এবং দেবী কৈকেয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত। দেখ, গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতি-কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, 'যিনি পুৎ-নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী ও গুণবান্ বহুপুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়াযাত্রা করিতে পারে।' ভ্রাতঃ! প্রাক্তন রাজর্ষিগণের এই-রূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমারও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিত মনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করি; শ্বেত ছত্র আতপ নিবারণ পূর্ব্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমি তদপেক্ষাও শীতল এই সকল বন্য বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করি; ধীমান্ শত্রুঘ্ন তোমার সহায়,

লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য-পালনে প্রবৃত্ত হই।”

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি-প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন,—“তোমরা কি জন্ম আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না?” উহারা কহিল,—আপনি ইহাঁকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভবও যে পিতৃ-সত্য-পালনে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়াছি।” তখন রাম কহিলেন,—“ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইহাঁরা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ।”

তখন ভরত কহিলেন,—“সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ-অভিসন্ধি-সাধনের পরামর্শ দিই নাই এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্য-পালন এবং এইরূপে কাল-যাপন, যদি ইহাঁর অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধি-রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।”

ভরত এইরূপ বলিলে, রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন,—“দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত নহে। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অযশস্কর। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং পিতা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইয়াছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষক। ইহাঁর কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে, ইহাঁর সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! মাতা কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি; এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞা ঋণ হইতে মুক্ত কর।”

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন,—"আর্য্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজীবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।"

মহানুভব ভরত এই বলিয়া, রামের পদতলে নিপতিত হইলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস! যাহা শিক্ষা-প্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রি ও সুহৃদ্‌গণের পরামর্শ লইয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয়ও হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য-পালনে কখনই বিরত হইতে পারি না। বৎস! তোমার জননী, ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ বশতই হউক, যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না; মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে?"

অনন্তর ভরত রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনক-খচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত-পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক, জটাচির ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।"

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পাদুকাযুগল অর্পণ করিলে, সুশীল ভরত ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক

মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অতিথি-সেবা।

"এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই জন-প্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম।—করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এ দেশে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী অতিথি আসিলে, অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন; গৃহপ্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন? কি স্বপাকে খাইবেন? অতি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন; গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন, শুনিলে, যেন কৃতার্থ হইতেন; এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে, বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন পর্য্যন্ত আপনারা কেহ জল-গ্রহণ করিতেন না।

আজি কালি আর ওরূপ ব্যবহার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাক-ভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি

গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি-সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিতক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোকে আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হয়েন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টালিয়া এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফল কথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কালক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যতদিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যতদিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্য-চিন্তার উদ্বেগে এদেশের লোকেরা উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্যব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথি-সৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বা পরিচিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্য-গতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিও। সকল কাজের ভার চাকর চাকরাণীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুগ্ধ থাকে, তাহা হইতে কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না; কিন্তু যেদিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন,সেদিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটী ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা

করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি-সৎকারের সমগ্র ফললাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহারও উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ-পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাঁহারা স্থান-মাত্রের অথবা দ্রব্য-বিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাইবেন না, তবে শুদ্ধ জায়গা দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুগ্ধ কিংবা মৎস্য দিয়া কি হইবে?—এই সকল লোক, আতিথ্যসম্পাদনজনিত শাস্ত্রোক্ত পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি লোভও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটী প্রয়োজন, তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

তবে একটী কথা আছে। ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার পরিচর্য্যায় দাস দাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

আতিথেয়তা।

পূর্ব্বকালে এক পক্ষিলুব্ধ, পাপপরায়ণ, ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্য..য় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন অন্য সমুদয় সুহৃদ্ সম্বন্ধী ও বন্ধুবান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না। হ...কারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে ...ন ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণসংহার করিয়া, তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইল, কিন্তু সেই দুরাত্মা কোনক্রমেই আপনার অসৎপ্রবৃত্তিনিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত-প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান-পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত হইয়া আকুলচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল; মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল এবং অন্যান্য বন্যজন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ বাতবৃষ্টিপ্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না; সেই সময়ে এক শীতবিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, তথাপি সেই কপোতীকে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র

স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে মেঘের ন্যায় এক নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদদল-শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত ও নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর, অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।

ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া বহুকালাবধি বাস করিত। সে ঐ ব্যাধকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, "মহাশয় এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমাকেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন, অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও, বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া-সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে, যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব।" তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত

কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান কর।”

লুব্ধক এই কথা কহিলে, কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থে গমন করিল এবং অনতি-বিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে, কপোত নিষাদকে কহিল, “মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নিসন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন।” তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, “বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।”

কপোত, ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, “মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিন-লব্ধ আহারসামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগেরও কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না।” কপোত, ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথিসৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, “মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি।” সদাশয় কপোত, এই কথা বলিয়া, শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, “মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথি-সেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, আপনার সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে।” কপোত, ব্যাধকে এই কথা বলিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ করিয়া অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত, হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত

হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম। আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণ নিবন্ধন আমাকে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাধ, কপোতকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া আপনার কর্ম্মের নিন্দা করত নানা-প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নি-প্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হায়! আমি কি করিলাম, আমি যার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ। আমাকে নিশ্চয় অনন্তকাল পাপ ভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজি মহাত্মা কপোত, স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিল সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। আজ অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতেব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথি-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।"

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া, মহা-প্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি শরণা-গতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রভু ও ভৃত্য।

একাল পর্য্যন্ত জনসমাজে যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে প্রধান, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন, বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতরবিশেষই এরূপ শ্রেণীভেদের মূলীভূত কারণ। এপ্রকার শ্রেণীভেদ হওয়ায় কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, উভয়েই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর-সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রভু আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও জঘন্য জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নহে, প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নহে। প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহাদিগকে প্রহার করা ও তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতেই বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। মান-অপমান ও সুখ-দুঃখ-বোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম কল্যাণকর তত্ত্ব প্রভুদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা আবশ্যক।

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা কোন মতে উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা এবং যখন যে বিষয়ে আদেশ করিতে হয়, তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিতমত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ

হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে সম্যক্‌রূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্বিপাকে পতিত হইলে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা বিধেয়, এবং তাহাদের ক্লেশনিবারণ ও অবস্থার উন্নতিসাধনার্থ সুমন্ত্রণা প্রদান করা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় অনেক লোক ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। অনেকে অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে যে, স্বীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করা হয়, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভৃত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম, তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা প্রভু কর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। প্রভুকে সম্যক্‌প্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তোষ-সম্পাদনার্থ যত্নবান্ থাকা কদাচ দূষ্য নহে; প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্যসমূহকে নিজ কার্য্য জ্ঞান করা, প্রভুর দুঃসময় ঘটিলে সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্ন-চিত্ত হওয়া প্রভুপরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের প্রধান কর্ম্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম করা বিধেয়, সে সময় কর্ম্মান্তরে ক্ষেপণ অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া সময় নষ্ট করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য ও ঘৃণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। প্রভুর

কার্য্যে যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে এরূপ ব্যবহার করিতে কোনরূপে প্রবৃত্তি হয় না।

সন্তোষ।

কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদবৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নিশিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকার উৎপাতে পাতিত করে। তাহারা প্রচুর ধনশালী হইয়াও সতত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন যাপন করে। সন্তোষ এরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ, ইহা তাহারা অবগত নয়। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনি দুঃখজনক। মনুষ্যেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণলাভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে, দুঃখশান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে, এমত নয়। যে অবস্থায় থাকিলে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশবশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতির অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে ও পুত্র কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণার্থ যত্ন না করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নহে। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্টঘটনা নিবারণ করিবার শক্তি নাই তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষের লক্ষণ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

মহানুভবতা।

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের শাসনকার্য্য সর্ব্বতন্ত্র * প্রণালীতে সম্পাদিত হইত; কিন্তু, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগেব হস্তেই, সচরাচর, শাসনকার্য্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন; এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধনপক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ-প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না। এজন্য উভয় পক্ষের মধ্যে, সর্ব্বদা বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই, সুযোগ পাইলে পরস্পর অহিতচিন্তনে ও অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারই জেনোয়াসমাজের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধানের নাম য়ুবর্টো। তিনি অতি দীনের সন্তান; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

কিছুদিন পরে, সম্ভ্রান্তপক্ষ, সাধারণ পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদের হস্তে শাসনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে, আর তাঁহাদিগকে, কোনও ক্রমে, পর্য্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন; সর্ব্বপ্রধান য়ুবার্টোকে, সর্ব্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া, অবরুদ্ধ করাইলেন; এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, সর্ব্বতন্ত্রের অধিকার-সীমা হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, য়ুবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্তপক্ষীয় এডর্ণো-নামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন; তিনি বিচারাসন হইতে,

---

* যেখানে রাজা নাই, সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে।—সর্ব্ব—সাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

গর্ব্বিত-বাক্যে সম্বোধন করিয়া, য়ুবর্টোকে বলিলেন, "অরে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই অতি নীচের সন্তান; কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া, তোর এত স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল যে, তুই, আপন পূর্ব্ব অবস্থা বিস্মরণ পূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি। কিন্তু তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; তোর যেমন অপরাধ, তদুপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া, তোরে কেবল পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।"

এইরূপ গর্ব্বিত ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, য়ুবর্টো, কোনও প্রকারে, ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না; বিচারকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন; কিন্তু এডর্ণোকে এইমাত্র বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি যে সকল পরুষ ভাষার প্রয়োগ করিলেন, হয় ত, ইহার নিমিত্ত উত্তরকালে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।" অনন্তর, তিনি নেপল্‌সে প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক্ তাঁহার নিকট ঋণী ছিলেন। তাঁহারা, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিলেন। এইরূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনের মধ্যে, বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, য়ুবর্টো সর্ব্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস নগর মুসলমানদের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী। তৎকালে তাঁহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে দাসত্ব ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতেন। একদা য়ুবর্টো এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয় দাস পথের ধারে মাটি কাটিতেছে। তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ। তদীয় আকার প্রকার দেখিয়া, ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল। যেরূপ কষ্টসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে,

সে কোনও ক্রমে তাহা করিতে পারিতেছে না ; এক এক বার কর্ম্ম করিতেছে, এক এক বার বিরত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে, য়ুবর্টোর অন্তঃকরণে সাতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক্ ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বদেশীয়-জ্ঞানে, তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং শোকাকুল বচনে, আপন দুরবস্থার পরিচয় দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সে বলিল, "আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।"

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্ব্বাসিত বণিক চকিত হইয়া উঠিলেন ; তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ; যে ব্যক্তি এডর্ণোর পুত্রকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন ?" তিনি বলিলেন, "আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান্ লোকের সন্তান ; এজন্য আমি, পাঁচ সহস্র মুদ্রার ন্যূনে, উহাকে ছাড়িয়া দিব না।" য়ুবর্টো, অবিলম্বে ঐ মুদ্রা দিয়া, সেই যুবকের দাসত্ব-মোচন করিলেন।

এইরূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিলেন ; এবং অবিলম্বে, এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ওহে যুবক ! তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না।" এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয় পদদ্বয় হইতে শৃঙ্খলমোচন পূর্ব্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল ; সে যে যথার্থই দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কোনও ক্রমে তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না ; পরে যখন য়ুবর্টো, আপন আবাসে গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, য়ুবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য্য

ও অলোকসামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছুদিন পরেই, একখানি জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, যুবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থান-কালে, তিনি তাহাকে, পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য দিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা হইতেছে না। তোমার পিতামাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে, আমি তোমায় তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিতেছি। আমি তোমায়, অন্ততঃ আরও কিছু দিন, আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, জনক জননীর শোকাপ-নোদন ও আনন্দবর্দ্ধন কর। এই বলিয়া, একখানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পিত করিয়া, যুবর্টো বলিলেন, "এই পত্রখানি তোমার পিতার হস্তে দিবে।"

সেই যুবক তদীয় স্নেহ, অনুগ্রহ ও অমায়িকতার আতিশয্যদর্শনে, মুগ্ধ হইয়া বলিল, 'মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখনও কাহারও প্রতি সেরূপ করে না। আপনার স্নেহ ও দয়া যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে; আমি এক দিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে তাহা বিস্মিত হইতে পারিব না; প্রার্থনা এই, আপনি যেন এই চিরক্রীত অধীনকে বিস্মৃত না হন।' এই বলিয়া সে, অকৃত্রিম ভক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। যুবর্টো, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রুলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন; যুবক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোনও উদ্দেশ না পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার পুনর্দর্শন-বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই যুবক সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে

মগ্ন হইলেন এবং উভয়েই, এককালে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিন জনেই, কিয়ৎক্ষণ, জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি, এত দিন কি রূপে, কোথায় ছিলে, বল।" তখন সেই যুবক, যেরূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্ণো বাষ্পপূর্ণনয়নে বলিলেন, "কোন্ মহানুভব, তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, আমা-দিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল।" সে বলিল, "এই পত্রে দৃষ্টি-পাত করিলে সকল অবগত হইতে পারিবেন।"

এডর্ণো, ব্যস্ত হইয়া, সেই পত্র উদ্ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই, 'আপনি যে পাপিষ্ঠ নীচের সন্তানকে যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিতবাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া, সর্ব্বস্বহরণপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই নরাধম আপনার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে।' পত্রপাঠ করিয়া, এডর্ণো, পূর্ব্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও য়ুবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্য-প্রদর্শন, এ উভয়ের তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে, তাঁহার পুত্র, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া, য়ুবর্টোর স্নেহ, দয়া ও সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া, এডর্ণো যথাশক্তি প্রত্যুপকারকরণে কৃতসঙ্কল্পহইলেন; এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করিয়া, য়ুবর্টোকে পত্র লিখিলেন, "আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন; আপনি যে কেমন মহানুভব ব্যক্তি, তাহা আমি এত দিনে বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা এই, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমায় বন্ধু বলিয়া পরিগণিত করেন। আপনার পক্ষে যে নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি, অনায়াসে জেনোয়ায় আসিয়া, অবস্থিতি করিতে পারেন।"

অল্প দিনের মধ্যেই, য়ুবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন; এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সাধুসঙ্গ।

অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ-সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত, তাহা তাহাদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নয়; যে পরমার্থপরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া অসৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে ও তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার হ্রাস হওয়ায় ক্রমশঃ নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধু-সঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ-চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূ-মণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহবাসে যে ব্যক্তির অত্যন্ত অনুরাগ ও পরিতোষ জন্মে, এবং আপন অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত যত্ন ও প্রতিজ্ঞা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম মনোহর পুষ্পোদ্যান-স্থিত বিশুদ্ধবায়ু-সেবিত অট্টালিকাতে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ঘৃণাকারজনক অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে। সেইরূপ, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ ও সাধু-সঙ্গকে অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তাহার লাভার্থে সতত যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে, পরম পবিত্র আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হন, সেই ব্যক্তি যাবতীয় কুকর্ম্ম দুর্গন্ধবৎ অশ্রদ্ধেয় ও পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অধর্ম্মের আক্রমণ নিবারণ-পুরঃসর ধর্ম্মব্রত-পরিপালনার্থ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ-লাভে নিয়ত যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আত্মপ্রসাদ।

নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আত্মপ্রসাদ কহে। আত্মপ্রসাদ অমূল্যধন। যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম-সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি, যথাসাধ্য পরোপকার-ব্রত পালন করিতেছি, সকল লোকেরই সহিত অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়ানুগত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার সুবিমল-সলিল-সদৃশ পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, যদিও তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোকমুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত-পালনে কৃতকার্য্য জানিয়া অনুপম সুখসম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত একটি সৎক্রিয়া একবার মাত্রও স্মরণ করিলে যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও, তাহা ক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ-সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প; অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া দ্বেষ প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? গতসর্ব্বস্ব হইলেও, তিনি অধীর হন না। তিনি আপনার হৃদয়রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্মগ্লানি।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্মগ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও আমরা তাহাতে শ্রুতিপাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইয়া অবিলম্বেই নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপ তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও সুখরত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্র-ক্ষেত্রে তাহার মলিনমূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখ-স্রোত এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূমণ্ডলে পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু কম থাকিত, এরূপ স্মরণ ও চিন্তন দুঃসহ যাতনার বিষয়। যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ স্বীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়। নিদ্রা যেমন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন-শরীরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে নেত্রদ্বার ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত করে, সেই প্রকার, পাপরূপ পিশাচ নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করত অল্পে অল্পে অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপ অধিকার করিয়া থাকে। যে আমোদ-প্রমোদ সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহারও

সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি, শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে কিয়ৎকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র-ব্রত পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ-পথে পদ-চালনা করেন, তিনিই জানেন অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের স্বীয় অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, আমাদের পাপাচরণ ততই অভ্যাস পায় এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপজনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে; কারণ, যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে, খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হওয়ায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কারকরণের শক্তি ন্যূন হইয়া, মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য হইয়া রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন

একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এমন আর কোন জীবেরই নহে। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এপ্রকার স্বভাব দৃষ্টি করা যায় যে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভাল বাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়ে পরস্পর সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নহে। আমাদিগকে সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্নসাধ্য ও অন্যের সাহায্যসাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য ফল মূলাদি উৎপাদন

করিতে না পারিলে, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকরেরা শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ-সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে এবং নাবিক ও বণিকগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া নানাদেশীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে, আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে, উৎকৃষ্ট বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে নানাপ্রকার কুসংস্কারপাশে বদ্ধ থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অধার্ম্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করেন, তাহা হইলে, তিনি কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্মসদৃশ সদ্বিদ্যাশালী ধার্ম্মিক লোকের প্রতি-বাসী হইলে, যেপ্রকার পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন, অজ্ঞানী অধার্ম্মিক লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলে, কোন মতেই সেরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব, জনসমাজে অবস্থিতিপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ চেষ্টা করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর-পরিপূরণ ও আত্ম-পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। প্রতিদিবস আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজ-নিয়ম সংশোধিত ও সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবারপ্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধিপরিচালন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে যে বিশিষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি, ইহা সকলেরই চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের

উদ্দেশ্য। এই পরম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সকলের পক্ষে বিধেয়। আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ-সম্পাদনার্থে যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।

ধ্রুবোপাখ্যান।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুইটী পুত্র ছিল, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই পত্নী, সুরুচি ও সুনীতি। মহিষী সুরুচি উত্তানপাদের প্রেয়সী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে উত্তম নামে রাজার এক পুত্র জন্মে। উত্তম, পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। উত্তানপাদ দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না। মহাত্মা ধ্রুব এই সুনীতিরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

একদা মহারাজ উত্তানপাদ প্রিয়পুত্র উত্তমকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ধ্রুব বালকসুলভ-চাপল্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য চেষ্টা করেন। ঐ সময় রাজমহিষী সুরুচি তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং উত্তানপাদ তাঁহার সমক্ষে ধ্রুবকে সমাদর করিতে পারিলেন না। তখন সুরুচি সপত্নীপুত্র ধ্রুবের ইচ্ছা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, সুতরাং এক্ষণে অকারণ কেন এইরূপ মনোরথ করিতেছ? এই সিংহাসন আমার পুত্র উত্তমেরই যোগ্য; তুমি কেন ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ? নির্ব্বোধ! আমার সপত্নী তোমায় উদরে ধারণ করিয়াছে, ইহা কি তুমি জান না?"

তখন বালক ধ্রুব বিমাতার বাক্যে কুপিত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার অধর ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বৎস! তোমার এরূপ

ক্রোধের কারণ কি? বল, কে তোমাকে আদর করে নাই? তোমার নিকট অপরাধী হইয়াই বা কে মহারাজের অবমাননা করিল?"

অনন্তর ধ্রুব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরুচির গর্ব্বিত বাক্য আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া সুনীতি একান্ত বিমনায়মান হইলেন, আবেগবশতঃ তাঁহার হৃদয় বারংবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কাতর-বচনে কহিলেন,—"বৎস! তোমার অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ, সুরুচি এ কথা সত্যই কহিয়াছে। যিনি পুণ্যবান্, বিমাতা কখনই তাঁহাকে এরূপ কহিতে পারে না। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না; দেখ, ফলাফল সমস্ত স্বকৃত কর্ম্মের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তুমি যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলে কেহ তোমায় বঞ্চিত করিতে পারিবে না এবং যে কর্ম্ম না করিয়াছ তাহার ফলও কেহ তোমায় দিতে পারিবে না। বৎস! যে ব্যক্তি কৃতপুণ্য, তাহারই সিংহাসনে অধিকার, এই বুঝিয়া শান্ত হও। যদি সুরুচির বাক্য তোমার মর্ম্মান্তিকই হইয়া থাকে, তবে পুণ্যসঞ্চয় কর, সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ হও এবং সতত লোকহিতকর কার্য্যে রত থাক; জল যেমন নিম্নদিকেই গমন করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য সৎপাত্রকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।"

তখন ধ্রুব কহিলেন,—"জননি! বিমাতার দুর্ব্বাক্যে আমার মন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, তোমার সান্ত্বনা তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না। এক্ষণে আমি যাহাতে জগৎপূজ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হই, এইরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিব। যদিও আমি সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই, তথাচ তুমি আমার প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। আমার ভ্রাতা উত্তম, স্বচ্ছন্দে সাম্রাজ্য অধিকার করুন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। অন্যপ্রদত্ত পদে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে পিতাও যাহাতে বঞ্চিত আছেন, সেই শ্রেষ্ঠপদলাভেই আমার ইচ্ছা।" ধ্রুব, জননীকে এই বলিয়া বহির্গমন করিলেন।

এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু, সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া, অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে, সিংহশিশু অবিকৃতচিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—"আপন ঔরস-পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।"

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন,—"বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি, তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবে।" বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন,—"বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটী ভাল খেলানা দিব।"

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সস্নেহনয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, "কই কি খেলানা দিবে, দাও" বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই

বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।” তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল,—“তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না।” তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন,—“সখি! ও কথায় ভুলিবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস।” তাপসী মৃন্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া, রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এত উৎসুক হইতেছে? পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরমসুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্বশরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরাশ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।”

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত হইয়া বালক কহিল—“এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না।” এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—“এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়।” এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন।” রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে

আসিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ?" তখন তাপসী কহিলেন,—মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়।" রাজা কহিলেন,—"বালকের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়, কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম-সম্ভাবনা নাই, এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া, রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, —"পরের পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।"

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্তভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয়সন্তান নিশ্চয় করিয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।" তাপসী কহিলেন,—"মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।"

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; অতএব এ বালক কি সংযোগে এখানে আসিল?" তাপসী কহিলেন,—"ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন।" রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহ-ভঞ্জন হইবে।"

এই বলিয়া, তিনি তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি জানেন

এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র ?" তখন তাপসী কহিলেন,—"মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবে।" রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবে, অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবে,' অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।"

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপর তাপসী কুটীর হইতে মৃন্ময়-ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন,—"বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে 'শকুন্তলা' শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, —"কই আমার মা কোথায়?" তখন তাপসী কহিলেন,—"না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি।" ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন,—"মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে, এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।"

সমুদায় শ্রবণ করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা! কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি, নামসাদৃশ্যশ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।"

শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন;

নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া স্থিরনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল,—"মা! ও কে? ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ-বচনে কহিলেন,—"বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন,—"শকুন্তলে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তে ব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ, তোমার দোষ কি? আমারই অদৃষ্টের দোষ। এতদিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।" এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন,—"শকুন্তলে! প্রত্যাখ্যানকালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি।" এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল, দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র!

তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কিরূপে আমি তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।" তখন রাজা কহিলেন,—"তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়।" এই বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলীস্থ সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই, ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র।

ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু কিছুই ছিল না। পুরবাসীরা ধর্ম্মভীরু ছিল। কেহই ধন, বলবীর্য্য ও তপোমদে উন্মত্ত হইত না। একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগের অনুসরণ-প্রসঙ্গে অরণ্য-পর্য্যটন করিতেছিলেন। এই অবসরে শুনিলেন, কয়েকটী স্ত্রীলোক "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর" বলিয়া বার বার করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। তখন রাজা, মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভয় নাই, আমার রাজ্যকালে কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? আমি রাজা, আমার সমক্ষে কোন্ পাপাশয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বন্ধন করিতে চায়? কাহারই বা আমার শরে মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে!"

ঐ সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ত্রিবিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যাই ভীত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথায় অতিশয় কুপিত হইবামাত্র, বিদ্যা সকলও বিনষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, "দুরাত্মন্! দাঁড়া, এখনই তোকে প্রতিফল দিতেছি।" হরিশ্চন্দ্র সবিনয় প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্!

আমার অপরাধ নাই, আর্ত্তকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি যখন স্বধর্ম্মরক্ষণে ব্যগ্র, তখন আপনি অকারণ ক্রোধ করিবেন না। যে রাজা ধর্ম্মশীল, তিনি দান করিবেন, রক্ষা করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধও করিবেন।"

বিশ্বমিত্র কহিলেন, "রাজন্! তুমি ধর্ম্মভীরু; এক্ষণে বল, কাহাকে দান করিতে হয়? আর কাহারই বা সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক?"

রাজা কহিলেন, "তপোধন! ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্! যদি রাজধর্ম্মপালনে তোমার এতই যত্ন, তবে আমাকে দান কর।"

তখন হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমায় কি দিতে হইবে, আপনি অসঙ্কোচে বলুন। ধন রত্ন, পুত্র কলত্র, অধিক কি স্বদেহ,—যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্! তুমি অগ্রে আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও।" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "আমি অবশ্যই তাহা দিব; এতদ্ব্যতীত আর যাহা আপনার অভিরুচি, প্রার্থনা করুন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্! তোমার ভার্য্যা, পুত্র, শরীর এবং পরলোক-সহচর ধর্ম্ম ব্যতীত সসাগরা পৃথিবী ও হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল সমস্ত রাজ্য আমাকে অর্পণ কর।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র অবিকৃত-মুখে হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্! তুমি আমাকে স্বর্বস্ব দান করিলে। এক্ষণে আমি রাজা; জিজ্ঞাসা করি, অতঃপর প্রভুত্ব কাহার?" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে প্রভুত্ব আপনারই।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "যদি পৃথিবীতে আমার আধিপত্য হইল, তবে আমার অধিকারে থাকা আর তোমার উচিত হয় না। তুমি অঙ্গের সমস্ত বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল ধারণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রের সহিত এখনই আমার রাজ্য হইতে নিস্ক্রান্ত হও!" তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষির এই বাক্যে সম্মত হইয়া পত্নী শৈব্যা ও শিশু পুত্রের সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র উঁহার পথ অবরোধ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! তুমি আমাকে

রাজসূয়ের দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাও ?” হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “ভগবন্ ! আমার যা কিছু রাজ্য ও ধনসম্পত্তি ছিল, সমস্তই আপনাকে দিয়াছি। এক্ষণে কেবল পত্নী, পুত্র ও আমি,—এই দেহত্রয় মাত্র অবশিষ্ট।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমায় যজ্ঞদক্ষিণা দেও। ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে সর্ব্বনাশ হয়। রাজসূয় যজ্ঞে যা কিছু ব্যয়, তুমি এখনই আমাকে দাও। তুমি এইমাত্র কহিয়াছ সৎপাত্রে দান, শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও কাতর ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম।” হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “ভগবন্ ! এখন ত আর আমার কিছুই নাই, আমি ইহা আপনাকে কালক্রমে দিব। আপনি আমার মনের সদ্ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন হউন।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “তবে শীঘ্র বল, আমি ইহার জন্য কত দিন প্রতীক্ষা করিব।” হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “ভগবন্ ! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই, আপনি ক্ষমা করুন, আমি মাসান্তে আপনাকে সমস্তই দিব।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “রাজন্ ! তবে তুমি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।”

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা পাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী শৈব্যা কখন পদব্রজে বহির্গত হন নাই। তিনিও উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন পুরবাসী ও রাজভৃত্যেরা মহারাজকে সস্ত্রীক নগর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, “হা নাথ ! আমরা আপনার জন্য অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ দয়ালু, যদি ধর্ম্মরক্ষা করা আপনার আবশ্যক হয়, তবে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা জানি না আবার কবে আপনাকে দেখিতে পাইব। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে দেখিয়া লই ; হা ! যাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে রাজারা যাইত, এখন কেবলমাত্র পত্নী একটী বালক পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে যাইত, সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন। হা নাথ ! পথের ধূলিজালে আপনার এই মুখচন্দ্র মলিন হইয়া যাইবে। আপনি দাঁড়ান, আমাদের স্ত্রীপুত্র, ধন-রত্নে প্রয়োজন কি? আমরা এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক

আপনার দাস হইয়া যাইব। আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন? যেখানে আপনি, সেইখানেই আমাদের স্বর্গ।"

হরিশ্চন্দ্র সকলের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দাঁড়াইলেন। নগরবাসীরা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রোষাকুল-লোচনে কহিলেন, "রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতি দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, তোকে ধিক্! তুই আমায় সমস্ত রাজ্য দিয়া আবার অনুতপ্ত হইতেছিস্!" হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত-দেহে কহিলেন, "এই আমি চলিলাম।" শৈব্যা অতিশয় সুকুমারী ও পরিশ্রমে ক্লান্ত, হরিশ্চন্দ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, এই অবসরে বিশ্বামিত্র শৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমরা যাইতেছি।" এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছুই কহিলেন না।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত দুঃখিত মনে মৃদু মন্দ গমনে যাত্রা করিলেন, এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, এই পুরী মনুষ্য ভোগ্য নয়, ইহাতে শূলপাণি শিবের অধিকার। এই ভাবিয়া তিনি যেমন আকুল-মনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি দেখিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় বর্ত্তমান। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণিপাত করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "তপোধন! আমার পুত্র, পত্নী এবং প্রাণ,—এই তিনটীর মধ্যে যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন গ্রহণ করুন, এবং আমি আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্! এক্ষণে এক মাস পূর্ণ হইয়াছে, যদি তোমার স্মরণ থাকে ত আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও।" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "তপোধন! অদ্যই মাস পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি দিবসের এই অবশিষ্ট কাল অপেক্ষা করুন, আমি দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছি।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ভালই, আমি না হয় কল্যই যাইব, কিন্তু যদি তুমি আমাকে দক্ষিণা না দাও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অভিসম্পাত দিব।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন, আমি প্রথমে অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে ইহাঁকে দক্ষিণা দিব। আমার ধনবান্ মিত্র নাই, এখন আমার অর্থই বা কোথায়? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রার্থনাও দোষাবহ। ইহাতে অধোগতি হইবে। হা! আমি কি প্রাণত্যাগ করিব! আমি নির্ধন, এখন কোথায় যাই। যদি অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি ব্রহ্মস্বাপহারী হইয়া থাকিব। আমি পাপাত্মা এবং অধমেরও অধম হইব। অথবা আমার এই দেহটী আছে, আমি আত্মবিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করি। ইহাতে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।

ঐ সময় রাজমহিষী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে আকুলমনে দীন-নয়নে অধোমুখে চিন্তিত দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! চিন্তিত হইও না, আপনার সত্য রক্ষা কর। যে ব্যক্তি সত্যরক্ষায় অসমর্থ, তাহাকে অপবিত্র শ্মশানবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষের স্বসত্য-পালন অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাঁহার বাক্য মিথ্যা, তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়া নিরর্থক হয়। সত্য যেমন উদ্ধারের জন্য, মিথ্যা সেইরূপ অধঃপাতের জন্য। পূর্ব্বে কৃতি নামে এক মহীপাল সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন, কিন্তু একটী অসত্যের বলে স্বর্গভ্রষ্ট হন। নাথ! এই তোমার পুত্র—"

এই বাক্য সম্পূর্ণ ওষ্ঠের বাহির হইতে না হইতেই রাজমহিষী শৈব্যার নেত্র, বাষ্পে পূর্ণ হইল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "দেবি! ভয় কি, এই যে বালক এই খানেই আছে, কি বলিবার ইচ্ছা করিতেছ বল।" শৈব্যা কহিলেন, "রাজন্! এই তোমার পুত্র ও আমি পত্নী; অতএব তুমি আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।"

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার এই কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখাবেগে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! কি কষ্ট! আজ তুমি আমায় এরূপ কহিলে! আমি তোমার যে মুখের সহাস্য মধুরালাপ বিস্মৃত হই নাই, আজ সেই মুখে এই কথা কেমন করিয়া

শুনিলাম। তুমি যাহা কহিলে, ইহা বড় সুকঠিন ব্যাপার, আমি কিরূপে ইহা করিব।”

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধিকার প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শৈব্যা মহারাজকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া দুঃখিতমনে করুণবচনে কহিলেন, “হা নাথ! তুমি এই যে ভূতলে শয়ান, ইহা কাহার অভিসম্পাত? যিনি ব্রাহ্মণগণকে অজস্র ধন দান করিয়াছেন, আমার সেই পতি—পৃথিবীর অধিপতি আজ ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন! হা কি কষ্ট! রাজন্! তোমার ভাগ্যে এই ছিল!” এই বলিয়া রাজমহিষী শৈব্যা দুঃসহ ভর্ত্তৃদুঃখে নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ঐ সময় হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্র একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে অনাথ পিতামাতাকে তদবস্থ দেখিয়া কাতর স্বরে কহিল, “পিতঃ! পিতঃ! আমাকে কিছু খাইতে দাও। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে।”

ইত্যবসরে সহসা মহাতপা বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখ ও চক্ষুতে জলসেক করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে দেখিবামাত্র আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন “রাজন্! উঠ, উঠ, আমার অভীষ্ট যজ্ঞদক্ষিণা দাও। তুমি আমার নিকট ঋণী, সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়।” তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র সুশীতল জলসেকে পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিলেন; এবং বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া কহিলেন, “রাজন্! যদি তোমার ধর্ম্ম-দৃষ্টি থাকে, তবে আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দেও। দেখ, সত্যের বলে সূর্য্য উত্তাপ দিয়া থাকেন, এবং সত্যের বলেই পৃথিবী আছেন, সত্য পরম ধর্ম্ম, সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। অথবা এরূপ শিষ্টাচারেরই বা প্রয়োজন কি? রে নীচ, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদি! শোন্, যদি তুই আজ আমার দক্ষিণা না দিস্ ত সূর্য্যাস্তের পরই তোকে নিশ্চয় অভিশাপ দিব।” এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন শৈব্যা পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, “রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের শাপানলে দগ্ধ ও

বিনষ্ট হইও না, আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহাই কর।" রাজা হরিশ্চন্দ্র বারংবার শৈব্যার এইরূপ অনুরোধের কথা শুনিয়া কহিলেন, "দেবি! সম্মত হইলাম, আমি তোমায় বিক্রয় করিব। অতি নিষ্ঠুরেও যাহা করিতে পারে না, এই নির্গুণ নির্লজ্জ তাহা করিবে।"

অতঃপর তিনি নগরের পথে পথে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "নাগরিকগণ! শুন; আমি নিষ্ঠুর, অমানুষ, অতি কঠোর রাক্ষস অথবা তদপেক্ষাও পাপাত্মা। আমি প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই গর্হিত কার্য্যে আসিয়াও জীবিত আছি। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও দাসী ক্রয় করিবার আবশ্যক থাকে ত আমি জীবিত থাকিতে এই বেলা শীঘ্র আসিয়া বল।"

ঐ সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, "তুমি আমাকে দাসীটী দেও, আমি অর্থ দিয়া উহাকে কিনিব। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, আমার ব্রাহ্মণী সুকুমারী, সে গৃহকর্ম্ম কিছুমাত্র করিতে পারে না; অতএব তুমি উহাকে আমায় দেও! তোমার স্ত্রী কর্ম্মিষ্ঠা ও রূপযৌবন-সম্পন্না, তুমি উহার অনুরূপ অর্থ লও এবং উহাকে আমায় দেও।"

শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি মনোদুঃখে কোন কথা ওষ্ঠের বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলের প্রান্তে অর্থ বন্ধন করিয়া দিল এবং রাজপত্নী শৈব্যাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া চলিল। শৈব্যা কহিলেন "পিতঃ! আপনি আমাকে একটু ছাড়িয়া দিন, আমি বালকটীকে আর দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া লই। বৎস! দেখ তোমার মা এইরূপ দাসী হইয়া চলিল। রাজকুমার! তুমি আমায় আর স্পর্শ করিও না। এখন আমি তোমার অস্পৃশ্যা।"

তখন ঐ বালক, জননীকে বলপূর্ব্বক কেশে আকৃষ্ট দেখিয়া, জলধারা-কুললোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ উহাকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে পদপ্রহার করিল। কিন্তু বালক কিছুতেই তাহার জননীকে ছাড়িল না, সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন শৈব্যা ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "পিতঃ! প্রসন্ন হউন, আমার এই বালকটীকেও

ক্রয় করুন। আপনি যদিও আমায় ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এই বালক ব্যতীত আমি আপনার কার্য্য করিতে পারিব না। আমি অতি হতভাগিনী আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন এবং আমার সহিত এই বালকটীকেও লউন।” তখন ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, “তবে তুমি এই অবশিষ্ট অর্থ লইয়া আমায় এই বালকটীকে বিক্রয় কর। আমি তোমায় যা দিলাম, শাস্ত্রানুসারে ইহা ঠিকই হইয়াছে।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলে অর্থ বন্ধন করিয়া দিল এবং মাতার সহিত পুত্রকে এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া, স্বস্থানে লইয়া চলিল। তদ্দর্শনে হরিশ্চন্দ্র দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হা! যাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য্য ও সামান্য লোকে কখন দেখিতে পায় নাই, আজ তিনিই অন্যের দাসী হইলেন!! হা! ঐ সূর্য্যবংশীয় সুকুমার বালকও বিক্রীত হইল! আমি নরাধম, আমায় ধিক্! হা প্রিয়ে! হা বৎস! এই অনার্য্য নীচের দুর্নীতিক্রমে তোমাদের এই শোচনীয় দশা ঘটিল! আমার এখনও মৃত্যু হইল না! আমায় ধিক্।”

এদিকে ক্রেতা ব্রাহ্মণ, হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী পুত্র লইয়া, সত্বর বৃক্ষ-গৃহাদির আবরণে অদৃশ্য হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্র-বিক্রয়ে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ঐ অর্থ যৎসামান্য দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, “রে অনার্য্য! যদি তুই এই অল্পমাত্র অর্থ আমার যজ্ঞদক্ষিণার অনুরূপ বুঝিয়া থাকিস্, তবে এখনই আমার তপোবল দেখ্।” হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “ভগবন্! আপনি কিছু অপেক্ষা করুন, আমি আরও দিতেছি। পত্নী ও শিশু পুত্র বিক্রয় করিলাম। আর আমার কিছুই নাই।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “রে নরাধম! এক্ষণে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট, আমি একটুকু মাত্র সময় প্রতীক্ষা করিব, অতঃপর আর কোন কথা শুনিব না।” বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিয়া রোষকষায়িত-লোচনে দ্রুত-পদে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র নগরের পথে পথে এই কথা ঘোষণা করিতে

লাগিলেন, "মানবগণ ! আমায় ক্রয় করিয়া যদি কাহারও দাস রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হইতেছে, তিনি আসিয়া শীঘ্র বলুন।" হরিশ্চন্দ্র পথে পথে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন, ইত্যবসরে তথায় দ্রুতবেগে এক বিকৃতাকার চণ্ডাল উপস্থিত হইল। উহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, কেশ রুক্ষ, মুখে শ্মশ্রুজাল, নেত্রদ্বয় মদরাগে আরক্ত, উদর লম্বিত ও বর্ণ কৃষ্ণ। উহার হস্তে মৃত পক্ষিপুঞ্জ, সঙ্গে এক ভীষণ কুক্কুর। সে বহুভাষী ও কর্কশ। ঐ ভীমমূর্ত্তি চণ্ডাল লগুড়হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিল, "রে দাস ! অল্প বা বিস্তর যতই তোর মূল্য হউক, শীঘ্র বল্, আমি তোরে লইব !" রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর দুঃশীলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে ?" চণ্ডাল কহিল, "আমি চণ্ডাল, এই নগরে প্রবীরনামে খ্যাত, আমি মৃত দেহের কম্বল আহরণ করিয়া দিনপাত করি।" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "ঘৃণিত চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। শাপানলে দগ্ধ হই সেও ভাল, কিন্তু কিছুতেই আমি চণ্ডালের দাসত্ব করিব না।"

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, "এই চণ্ডাল তোরে অধিক অর্থ দিয়া লইতে প্রস্তুত, তবে তুই কেন আমায় সমস্ত দক্ষিণা না দিস্ ?" হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "ভগবন্ ! আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, অর্থের লোভে কিরূপে এক চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব ?" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "যদি তুই চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া যথাকালে আমায় অর্থ না দিস্, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোকে অভিসম্পাত করিব।" তখন হরিশ্চন্দ্র কাতরভাবে বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া কহিলেন, "আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার দাস, আপনারই ভক্ত, আপনি আমায় কৃপা করুন। চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। এই ঋণের যা কিছু অবশেষ আছে, তাহার জন্য আপনার দাসত্ব স্বীকার করিতেছি। আমি আপনারই ভৃত্য।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রে দুর্বৃত্ত ! যদি তুই আমার দাস, তবে অধিক অর্থ লইয়া তোকে ঐ চণ্ডালের হস্তে বিক্রয় করিলাম।"

বিশ্বামিত্র এই কথা কহিবামাত্র চণ্ডাল তাঁহাকে বিস্তর অর্থ দিয়া হৃষ্টমনে হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ড প্রহার করিতে করিতে স্বগৃহে লইয়া

চলিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, "হা! দীনমুখী বালা পত্নী এবং দীনমুখ বালক পুত্র, যৎপরোনাস্তি অসুখী হইয়া সর্ব্বদা মনে করিতেছে, মহারাজ কবে আমাদিগকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিবেন। আমার রাজ্যনাশ হইয়াছে, আত্মবন্ধু আর কেহই নাই, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় হইয়াছে, শেষে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। হা কি কষ্ট! হা কি কষ্ট!"

একদা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা সর্পদষ্ট মৃত পুত্রকে লইয়া শ্মশান-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিমাত্র কৃশ, বিবর্ণ ও মলিন এবং তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূসর। শৈব্যা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া জলধারাকুল-লোচনে করুণ-বচনে কহিতে লাগিলেন, "হা বৎস! তুমি আমার ক্রোড় শূন্য করিয়া কোথায় গেলে! হা মহারাজ! আজ তোমার পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুমি কোথায়? আসিয়া একবার দেখিয়া যাও।"

ঐ সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানবাসী। তিনি শৈব্যার রোদন-শব্দ শ্রবণ করিয়া, মৃতের কম্বল-লাভ-লোভে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। শৈব্যা বিবর্ণ ও কৃশ, হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। হরিশ্চন্দ্রেরও আর পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব রাজশ্রী নাই। তাঁহার মস্তক জটাজালে ব্যাপ্ত এবং ত্বক্ শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় রুক্ষ ও কর্কশ; শৈব্যাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ সর্পদষ্ট মৃত বালককে রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া দুঃখিত মনে ভাবিলেন, হা কি কষ্ট! দেখিতেছি এই বালক কোন রাজকুলে জন্মিয়াছিল, দুরন্ত কাল ইহাকে নষ্ট করিয়াছে। তৎকালে ঐ মাতৃক্রোড়স্থ মৃত বালককে দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের স্বপুত্র পদ্মপলাশলোচন রোহিতাশ্বকে মনে পড়িল। ভাবিলেন, যদি করাল কাল নষ্ট না করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বৎস রোহিতাশ্বও এত দিনে এই বয়সেরই হইয়া থাকিবে।

শৈব্যা কহিলেন, "হা বৎস! এই অপার দুঃখ কোন্ পাপের প্রতিফল! হা মহারাজ! এই দুঃখের সময় আমায় সান্ত্বনা না করিয়া তুমি কোথায় আছ? কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? রে দৈব! রাজ্যনাশ, সুহৃৎত্যাগ, স্ত্রীপুত্রবিক্রয়,—তুই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কি না ঘটাইয়াছিস্।"

এই কথা শুনিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি আপনার স্ত্রীপুত্রকে চিনিতে পারিয়া সন্তপ্তচিত্তে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে উভয়েরই সংজ্ঞালাভ হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাকুলচিত্তে ঐ মৃত বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, "হা বৎস! তোমার এই সুকুমার মুখ দেখিয়া আমার দীন-হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না! তুমি মধুর রবে পিতঃ বলিয়া আর কি আমার নিকট আসিবে? আর কি আমি তোমায় বৎস বলিয়া ক্রোড়ে লইতে পারিব? হা! তুমি আমার পুত্র, কিন্তু এই কু-পিতা তোমাকে অর্থলোভে সামান্য বস্ত্রের ন্যায় বিক্রয় করিয়াছে। দৈবরূপ নিষ্ঠুর কালসর্প আমার রাজ্যনাশ করিয়া শেষে তোমাকে দংশন করিল। হা! সর্পদষ্ট পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমিও ঘোর বিষে অভিভূত হইতেছি। হরিশ্চন্দ্র বাষ্পগদ্গদস্বরে এই বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শৈব্যা ভাবিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদ্বজ্জনের মনশ্চন্দ্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমি কণ্ঠস্বরে ইহাঁকে চিনিতেছি। কিন্তু ইনি যদি বাস্তবিকই রাজা হরিশ্চন্দ্র হন, তবে শ্মশানে কেন? তৎকালে শৈব্যা পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া ভূতলে পতিত পতিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাঁর অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। উহাঁকে দেখিতে দেখিতে সহসা ঘৃণিত লগুড়ের প্রতি উহাঁর দৃষ্টি পড়িল। তখন ঐ বিশাল-লোচনা আপনাকে চণ্ডালপত্নী বুঝিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিয়া গদ্গদবাক্যে কহিলেন, "রে নির্দ্দয় দৈব, তোরে ধিক্, তুই অতি ঘৃণিত ও নীচ, তুই এই দেবতুল্য রাজাকে চণ্ডাল করিয়াছিস্। ইহাঁর রাজ্যনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, স্ত্রীপুত্র-বিক্রয়, এই সমস্ত ঘটাইয়াও কি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। হা মহারাজ! আজ আমি তোমার রাজচিহ্ন ছত্র ও চামর কেন দেখিতেছি না? দৈবের কি বিড়ম্বনা! রাজগণ উত্তরীয় দ্বারা যাহার গতিপথ ধূলিশূন্য করিতেন, আজ তিনি এই অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন। এই মৃত-কপালসংলগ্ন ঘট! ঐ মৃতকম্বল! ঐ চিতা-ভস্ম-অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মজ্জা! এই দুর্গন্ধময় চিতাধূম! কোথাও কুক্কুরেরা মৃতদেহ ছিঁড়িতেছে! ঐ কেশরাশি! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

দুঃখে কাতর হইয়া এই অপবিত্র স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। শৈব্যা এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! ইহা কি স্বপ্ন না প্রকৃত, আমি মোহিত হইয়াছি, তুমি ইহার তথ্য জান ত বল। যদি ইহা প্রকৃতই হয়, তবে ধর্ম্ম নাই এবং দেবগণের ও ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায়ও কোন ফল নাই। রাজন্, ধর্ম্মশীল তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়াছ, তখন ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই।" এই বলিয়া শৈব্যা দুঃখাবেগে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র, যেরূপে চণ্ডাল হইয়াছেন, আমুল সমস্তই কহিলেন। শৈব্যাও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত সমস্তই বলিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "প্রিয়ে! আর অধিক কাল এইরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব না, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি এখন পরাধীন, যদি চণ্ডালের অনুমতি না লইয়া অগ্নি-প্রবেশ করি, তাহা হইলে পরজন্মে আবার চণ্ডালের দাসত্ব করিতে হইবে, এবং কৃমিভোজী কীট হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন দুঃখের পারাবারে নিমগ্ন; প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হয়, আমি পরাধীন। অথবা পুত্রশোকের যেরূপ কষ্ট, ইহা অপেক্ষা নরকের কষ্ট অধিক নয়, এবং কৃমি কীট হইয়া থাকাও অধিক নয়। অতএব যখন এই বৎসের দেহ চিতাগ্নিতে জ্বলিবে, তখন আমি তন্মধ্যে পড়িয়া দেহত্যাগ করিব। দেবি! আমি তোমায় কহিতেছি, তুমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে যাও। তুমি রাজপত্নী, এই গর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না, দেবতাবৎ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। আমি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি, এই অবস্থায় যদি তোমায় কোন অপ্রিয় বাক্য কহিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবে।"

শৈব্যা কহিলেন, "নাথ! আমিও আর দুঃখের ভার সহিতে পারি না, আমিও আজ জ্বলন্ত চিতায় তোমার সহিত দেহত্যাগ করিব।"

উভয়ে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং পুত্রকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া, আপনারা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে স্বয়ং ধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! এইরূপ

সাহস করিও না, আমি স্বয়ং ধর্ম্ম আসিয়াছি। তুমি সত্যরক্ষা, তিতিক্ষা ও শমদমাদি গুণে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে তুমি সনাতন লোক জয় করিয়াছ। তুমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া তথায় প্রস্থান কর। যাহা অন্যের দুর্লভ, তুমি স্বগুণে তাহা লাভ করিয়াছ।"

অনন্তর ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষ হইতে অপমৃত্যু নিবারণার্থ অমৃত বৃষ্টি করিলেন। দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব পুনর্জীবিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্রও স্ত্রী-পুত্র লইয়া যার পর নাই সুখী হইলেন।

সীতা-নির্ব্বাসন-মন্ত্রণা।

রাম, মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকে, সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসান-সময়ে, আর্য্য জনকতনয়া-সহবাসে কালযাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে, মন্ত্রভবনে গমন করিয়া, অকস্মাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরত প্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে, সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া, অনুজেরা বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্ট সঙ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে, কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া, এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও

নয়নের অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক, অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনে উপবেশন করিয়া, কাতরভাবে, রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! আপনার এই অবস্থা দেখিয়া, আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না। সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে, হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে, আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান, ও প্রভাত সময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

লক্ষ্মণ, এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে, কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুর্ব্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! বৎস শত্রুঘ্ন! তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্ব্বস্ব ধন। তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্ব্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি এবং সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করিয়াছি। আপতিত অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে, সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব।"

এই বলিয়া, রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার, প্রবলবেগে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু, অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা, একান্ত আকুল-হৃদয়ে, তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকু-বংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা, এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগা আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে, আমরা তিন জনে পঞ্চ-বটীতে অবস্থিতি করি, দুর্ব্বৃত্ত দশানন, আমাদের অনুপস্থিতিকালে, বলপূর্ব্বক, সীতাকে আপন আলয়ে লইয়া যায়। সীতা একাকিনী, সেই দুর্ব্বৃত্তের আলয়ে, দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা, সুগ্রীবের সহায়তায়, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া, সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতাকে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি; ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্ত্তন করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীকে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জনই রাজার পরম ধর্ম্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবন-ধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা, প্রশস্ত মনে, অনুমোদন কর; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।"

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া, অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিস্ময় হইলেন; ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া,

কিয়ৎক্ষণ, অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে, লক্ষ্মণ, অতি কাতরস্বরে, বিনীতভাবে, নিবেদন করিলেন, "আর্য্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও তাহাতে বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই; এক্ষণেও আমরা আপনার আজ্ঞা প্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু, আপনার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে আপনার নিকটে আসিয়া, এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে, আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি প্রদান করেন, নিবেদন করি।"

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া রাম বলিলেন, "বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল।" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর, আর্য্যা আপনার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি, লোকাপবাদ-ভয়ে প্রথমতঃ, গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা, তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্ব্বজন-সমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনা-পতিগণ, এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই, সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক, আর্য্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে; এবং যাহা শুনে সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না।

আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যতদূর জানি, আপনার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্য্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে, লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবে; এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ করুন। আমরা আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই, অসন্দিহান চিত্তে, শিরোধার্য্য করিব।”

এই বলিয়া, লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; সামান্য লোকে যে, কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া, যাহা শুনে, বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই, এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা, অযোধ্যায় আসিয়া, সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ-সমক্ষে, জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পরীক্ষার যথার্থতা বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। সুতরাং, সীতার চরিত্র বিষয়ে তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র ও বহুকাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এ দুই বিষয় বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজাদিগকে কোন অংশে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্ট-বৈগুণ্য বশতঃ, এই

উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম, এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, প্রজারঞ্জন-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে, সীতা অসতী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমাকে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবে। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে, প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি। তোমরা আমার প্রাণাধিক, যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগেরও সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায়, সীতা-পরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি, সীতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, কুলের কলঙ্কবিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপিত করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।”

এই বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ, অশ্রুপূর্ণনয়নে, অবনতবদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, লক্ষ্মণকে বলিলেন, “বৎস! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতঃপূর্ব্বেই, সীতা তপোবন দর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে, তুমি তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস! কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাহাকে, এ জন্মের মত, বিসর্জ্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে, জানকী যেন, কোনও রূপে, এ বিষয়ের

কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।”

এই বলিয়া, রামচন্দ্র, অবনতবদনে, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীর পরিত্যাগ বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, রাম, সকলকে বিদায় দিয়া, বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

সীতার বনবাস।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে, দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, “সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্বসকল যোজনা করিয়া, তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।” সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তিমাত্র রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার সন্নিহিত হইয়া, দেবি! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, চিরজীবী ও চিরসুখী হও, এই বলিয়া, স্নেহসহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে লক্ষ্মণ কহিলেন, “আর্য্যে! মহারাজ আপনার অনুরোধ-বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আপনাকে গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব। রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের আর অধিক বিলম্ব নাই।”

সীতা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া প্রফুল্লবদনে বলিলেন, “বোধ হয় আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম, সেই জন্যই আমার এমন অনুকূল পতি লাভ হইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদের নিকট এই প্রার্থনা করি, যদি আমার পুনরায় নারীজন্ম হয়, তাহা হইলে যেন আর্য্যপুত্রই আমার পতি হন।” এই বলিয়া আনন্দিত মনে বলিলেন, “লক্ষ্মণ! বনবাসকালে

মুনিপত্নীগণের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হইয়াছিল, তাঁহাদের জন্যই আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াছি।” এই বলিয়া জানকী লক্ষ্মণকে সেই সমুদায় দেখাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। সীতা শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদূর গমন করিলে পর, জানকী সহসা ম্লানবদনা হইয়া কহিলেন, “বৎস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে; পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। আর্য্যপুত্র ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের ত মঙ্গল? প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের ত কোন অনিষ্ট ঘটে নাই? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের ত কোন বিপদ্ ঘটে নাই? ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ত কোন অশুভ সংবাদ আসে নাই? কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই কোন অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে; নতুবা এরূপ আনন্দের দিনে এমন অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবে কেন?” এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকট উদ্দেশে সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ, জানকীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, শুষ্ক-হৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায়, কহিলেন, “দেবি! আপনি কাতর হইবেন না; সমস্তই মঙ্গল।”

পরে লক্ষ্মণ, গোমতী-তীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া, প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, “সুমন্ত্র! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহ্নবীর জল ধারণ করিব।”

সুমন্ত্র, আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, “দেবি! রথে আরোহণ করুন।” তখন সীতা, লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ, অর্দ্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র, দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া

কেন রোদন করিতেছ ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ ? তুমি নিয়তই আর্য্যপুত্রের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ ? তিনি আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসাশ্রম দেখাইয়া দাও। আমি তাপসতনয়াদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।”

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, “নৌকা প্রস্তুত।”

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্রকে রথ লইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া, শোকাকুল মনে নাবিকদিগকে কহিলেন, “তোমরা নৌকা চালন কর।” নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, “দেবি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমার কিছু বক্তব্য আছে।” এই বলিয়া অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা অতীব ব্যাকুলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! অকস্মাৎ এরূপ কাতর হইলে কেন? কি বলিবে শীঘ্র বল। তোমার ভাব দেখিয়া আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। আর্য্যপুত্রের ত কোন অশুভ ঘটে নাই ? কি হইয়াছে ত্বরায় বল।” তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “দেবি! আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া শেষে আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিবে। ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত না। আর্য্য ধীমান্ হইলেও যখন এই নিষ্ঠুর কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল।” এই বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে লক্ষ্মণ উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? তুমি ত কখনই অল্প কারণে এত ব্যাকুল হও নাই। বলি, মহারাজ ত কুশলে আছেন? তুমি তদ্গতপ্রাণ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারই কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি, প্রকৃত কথা কি, তুমি সমস্ত আমায় বল।"

লক্ষ্মণ, সীতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, "দেবি! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। গ্রাম ও নগরে আপনার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ চরমুখে তাহা শুনিয়া, সন্তপ্তমনে আমাকেই বলিয়া, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতি ক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন, আমি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম। আপনি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন; তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক-ভয়ে একবারে স্নেহ, মমতা ও দয়ায় বিসর্জ্জন দিয়া অপবাদ-বিমোচনের জন্য আপনাকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আপনার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, আপনি এরূপ বুঝিবেন না। এক্ষণে রাজার আদেশ এবং আপনার আশ্রমদর্শনে মনোরথ; এই দুই কারণে আমি আপনাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিতে আসিয়াছি; এই সেই বাল্মীকির আশ্রম। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন; যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা দশরথের পরম বন্ধু। আপনি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া অবস্থান করুন; এবং পাতিব্রত্য অবলম্বন ও রামকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক একাগ্র মনে ব্রতপরায়ণা হইয়া কালযাপন করুন। ইহাতেই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ

ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণমাত্র উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে সীতার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জনকনন্দিনী সীতা সংজ্ঞা লাভ করিয়া জল-ধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, কাহাকেই বা স্ত্রীবিয়োগদুঃখ দিয়াছিলাম যে, আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় আজ পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সমস্তই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া শেষে যে আমার এ অবস্থা হইবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। পূর্ব্বে আমি রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব? দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব? মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই বা কি করিয়াছিলে? তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি কহিব? লক্ষ্মণ! যদি আমার গর্ভে তদীয় বংশধর সন্তান বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে আমি অদ্যই জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম; এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা, তুমি তাহাই কর, এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্ব্বিশেষে প্রণাম করিয়া, সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও; পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী, তুমি তাহা যথার্থই জান। কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে, আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহার পরিহার করা আমারও অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি ভ্রাতাগণকে

যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও ; ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তাহাই তোমার পরম লাভ। আমার প্রাণ যদি যায়, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না ; কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে, যাহাতে তাহার ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার শেষ বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এই সকল কথা কহিবে।”

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন এবং অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া, শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্ব্বপারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃপুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন ; পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া ময়ূরকণ্ঠমুখরিত বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা, বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, মহাত্মা বাল্মীকির নিকট গমন পূর্ব্বক, তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, কহিল, ভগবন্! কোন একটী স্ত্রী শোক-মোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা ; তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন, আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোনও দেবী। আমরা দেখিয়া আসিলাম, তিনি নদীতীরে শোকদুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখ তাঁহার অযোগ্য, কিন্তু তিনি শোক-দুঃখে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মানুষী

নহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং অতি কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।"

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি; তপোবললব্ধ দিব্য-চক্ষুঃ-প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্য্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

অনন্তর তিনি জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে বাল্মীকি মধুরবাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ, আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানি। এবং তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা, তাহাও আমি জানি। এই ত্রিলোক-মধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছে, আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে নিষ্পাপ, আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।"

জানকী, মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।"

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, "তাপসীগণ! ইনি ধীমান্ রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা, সীতা। ইনি সাধ্বী নিষ্পাপা। কিন্তু রাম ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্যা। তোমরা ইহাঁকে বিশেষ স্নেহে সর্ব্বদাই দেখিবে। ইনি স্বগৌরব ও আমার অনুরোধ, দুই কারণেই তোমাদের পূজনীয়া হইলেন। এই বলিয়া বাল্মীকি

মুনিপত্নীদিগের হস্তে জানকীকে অর্পণ পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রম-পদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্।

উইলিয়ম্ জোন্স্ ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম-কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তদীয় জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। জোন্স্ শৈশব কালেই, অদ্ভুত পরিশ্রমশীলতা ও বিদ্যানুরাগিতার দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যদি তিনি, কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে, আপন জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন, "পড়িলেই জানিতে পারিবে"। জ্ঞানলাভ বিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও জননীর তাদৃশ উপদেশ, এই উভয় কারণে অধ্যয়ন বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে; ঐ অনুরাগ বয়োবৃদ্ধি সহকারে, উত্তরোত্তর অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হন; এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য বিদ্যার্থীর ন্যায়, সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়ন বিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার এক অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, এই বালক সালিস্‌বরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি, প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রাপ্রতিরোধের নিমিত্ত কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু ঈদৃশ অনুষ্ঠান কোনও অংশে প্রশংসনীয় নহে; ইহাতে অনায়াসে রোগ জন্মিতে পারে। জোন্স্

অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেন। ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি কোক্‌লিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পড়িয়া, তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে, উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহারবিষয়ক প্রশ্নপরম্পরা দ্বারা, সর্ব্বদা প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

জোন্স্ ভাষাশিক্ষা বিষয়ে, স্বভাবতঃ সাতিশয় নিপুণ ও অনুরক্ত ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির ভাষাশিক্ষায় সবিশেষ নৈপুণ্য ও অনুরাগ থাকে, তাঁহাদের অন্য অন্য বিষয়ে প্রায় বুদ্ধি প্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের পক্ষে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালে, তিনি এসিয়াখণ্ডের ভাষাসমূহের শিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ অভিলাষী হন, এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক্ ও লাটিন্ ভাষাতে, তৎপূর্ব্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইলে, তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাস করিতেন; ইটালি, স্পেন্, পোর্টুগাল ও ফ্রান্স, এই সকল দেশের উত্তম উত্তম গ্রন্থ পড়িতেন; এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য, খড়্গপ্রয়োগ ও বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে, জননীকে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যয়ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই আশয়ে তিনি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও অভিলষিত বৃত্তির প্রাপ্তি বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, তিনি লর্ড্ আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য্য করিলেন; এবং কিয়ৎ দিবস পরে অভিলষিত ছাত্রবৃত্তিও পাইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্ম্মানির অন্তর্বর্ত্তী স্পা নগরে, কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই সুযোগে তিনি জর্ম্মন ভাষা শিখিয়া লইলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি পারসি ভাষায় সঙ্কলিত নাদির সাহেবের জীবনবৃত্ত, ফরাসি ভাষায়, অনুবাদিত করিলেন।

কিছু দিন পরে, তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে মহাদ্বীপে গমন করিয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম্ম রহিত হওয়াতে, তিনি ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যয়নার্থে টেম্পল্ নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, বিষয়কর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলনে, বিরত হয়েন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সে সমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স্ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবলম্বিত ব্যবসায়ে অবিলম্বে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকর্ত্তার পদ বহুকাল অবধি তাঁহার সাতিশয় প্রার্থনীয় ছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে, তিনি ঐ অভিলষিত পদে প্রতিষ্ঠিত ও ঐ উপলক্ষে "নাইট্" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে সাতিশয় ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সাহিত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইবার অল্প দিন পরেই, লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটি নামক সমাজকে আদর্শ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগ দ্বারা, তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি নামে সমাজ স্থাপিত করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এবং এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা, উক্ত সমাজের কার্য্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর, বিচারালয়ের বন্ধ ব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের তাদৃশ অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, তিনি যেরূপে দিবসযাপন করিতেন, তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে উহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে, সর্ব্বপ্রথম একখানি পত্র লিখিয়া বাইবেলের

কতিপয় অধ্যায় পড়িতেন; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোল-বিবরণ; অপরাহ্ণে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত; সর্ব্বশেষে, দুই চারি বাজি সতরঞ্চ খেলিয়া ও ইটালিদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি এরিয়ষ্টোর-প্রণীত কাব্যের কিয়দংশ পড়িয়া, দিবাবসান করিতেন।

জোন্স্ এতদ্দেশীয় জলের ও বায়ুর দোষে, শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজ হইয়া গেল যে, মধূখবর্ত্তিকার আলোকে লেখা পড়া রহিত করিতে হইল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত, কিছুতেই তাঁহার অভিমত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত হইয়া শয্যাগত থাকিয়াও তিনি, বিনা সাহায্যে উদ্ভিদ্বিদ্যার অনুশীলন করিলেন। চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে, স্বাস্থ্য প্রতিলাভের জন্য যে কিছু দিন পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি গ্রীস, ইটালি, ভারতবর্ষ, এই তিন দেশের দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি আপন মনকে এমন দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন যে, এরূপ পরিশ্রম বিশ্রামস্থলে পরিগণিত হইত।

কিয়ৎ দিবস পরে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে, বিচারালয়ের কার্য্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে, ভাগীরথী-তীরে, এক ভবনে অবস্থিতি করেন। প্রতিদিন তাঁহাকে তথা হইতে বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল ও প্রজ্ঞাবান্ লর্ড টিনমৌথ্ কহিয়াছেন যে, তিনি প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর ঐ স্থানে প্রতিগমন করিতেন এবং এত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন যে, পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয়কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে, যে সময় থাকিত, তাহা রীতিমত পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্ম্ম বন্ধ হইলেও, তিনি বিচারালয়ের কর্ম্মেই আসক্ত থাকিতেন বলিতে হইবে। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্ম্মবন্ধ-সময়ে তিনি

কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন; তথা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কুটীরে অবস্থিতি করিয়া নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি। এই তিন মাস কর্ম্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও কর্ম্মশূন্য নহি। অভিমত বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্য্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও আমি আরবি ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবস্থাদায়কেরা, অমূলক ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেন না।" বাস্তবিক এইরূপ সার্ব্বক্ষণিক পরিশ্রমই তদীয় জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখসাধন হইয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ত্র অনুসারে, যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা আবশ্যক, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া, অনায়াসে সে সমুদয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য তিনি নিজে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান হইয়াছে, তাহা এই মহানুভবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই ঘটিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি কালিদাস-প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ প্রচারিত করেন। অনন্তর ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে, মনুসংহিতার ইংরাজি অনুবাদ প্রচারিত হয়। যাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্য্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অবিশ্রান্ত অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল এবং ঐ রোগেই উক্ত মাসের সপ্তবিংশ দিবসে, অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল।

তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ থাকাতেই, তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও উপেক্ষা করিবে না। আর একটি নিয়ম এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও তাহাতে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া অথবা প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধি বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে হইবে।

তাঁহার জীবনচরিত-লেখক লর্ড্ টিনমৌথ্ কহিয়াছেন, "ইহাও তাঁহার একটী নির্দ্ধারিত নিয়ম ছিল, যে সকল প্রতিবন্ধকের প্রতিবিধান করিতে পারা যায় তদ্দর্শনে বিবেচনা পূর্ব্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধান বিষয়ে কোনও ক্রমে, ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। তিনি কখনও ইচ্ছা পূর্ব্বক এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক্ কর্ম্মের নিমিত্ত যে পৃথক্ পৃথক্ সময় নিরূপিত ছিল এবং সবিশেষ সাবধান হইয়া নিরূপিত সময়ে যে, সেই সেই কর্ম্মের সমাধান করিতেন, আমার বোধে, এই মহাফলদায়ক নিয়মের গুণেই তিনি অব্যাঘাতে ও অব্যাকুলিত চিত্তে, সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।"

সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের অকালমৃত্যুতে, সর্ব্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞান বিষয়ে বোধ হয় প্রায় কোনও ব্যক্তি তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্ব্বজাতীয় আচারব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; আর যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া, স্বকীয় ভাষায় সঙ্কলনে অধিকতর অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আপন শক্তির অনুযায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান্ হইবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে কবিত্ব বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ খ্যাতিলাভের ভূয়সী-সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি-প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

এই মহানুভবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের উদ্যোগে ও ব্যয়ে সেণ্টপলের কাথিড্রালে, তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন তাঁহারা তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তদীয় সমুদায় গ্রন্থ যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয়, অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত তিনি নিজ ব্যয়ে জোন্সের এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া, অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত করিয়াছেন।

সুল্তান্ গিয়াস্ উদ্দীন্।

বঙ্গাধীপ সেকন্দর সাহার দুই মহিষী ছিলেন, প্রথমার সতরটী সন্তান ও দ্বিতীয়ার একমাত্র পুত্র গিয়াস্ উদ্দীন। গিয়াস্ উদ্দীন নিজ অমায়িকতাগুণে ও বহুবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অপর অপর ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য সেকন্দর সা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন; কিন্তু ইহাতে বিমাতার ক্রমশঃ হিংসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং কি উপায়ে তাঁহার প্রতি রাজার স্নেহের হ্রাস হয়, সে জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা সুল্তান্‌কে একাকী পাইয়া তাঁহার বিমাতা অতি নম্র ও বিনীতভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু সাহস হইতেছে না।" সুল্তান্ উৎসুক হইয়া বলিলেন, "বল আমি রাগ করিব না।" তখন বেগম বলিলেন, "গিয়াস্ উদ্দীন্ আমার সন্তানদিগকে বিনাশ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছে, সুধু তাহাই নহে, আপনাকেও সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এক্ষণে আমি আপনাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি যে, যদি এই আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করা সমিচীন বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ তাহাকে, হয় কারারুদ্ধ করুন, না হয় তাহার চক্ষু দুইটির তারা উৎপাটন

করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখুন। এই ভীষণ হৃদয়বিদারক কথা শুনিবা-মাত্র তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সক্রোধে বলিলেন, “বিশ্বাসঘাতিনি, ক্রূরমতি, পাপীয়সি! এত পুত্রের জননী হইয়াও তোমার সপত্নীর একমাত্র পুত্রের প্রাণনাশের কল্পনা করিতেছ। আর আমি তোমার কথা শুনিতে চাই না। যদিও সুল্‌তান্ এ কথা গিয়াস্ উদ্দীনকে বলেন নাই, কিন্তু গিয়াস্ বিমাতার এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে শিকারযাত্রাচ্ছলে সুবর্ণ-গ্রামে পলায়ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পুত্র বিদ্রোহী হইয়াছে শুনিয়া, পিতা সসৈন্যে বিদ্রোহ নিবারণ করিতে গোয়ালপাড়ায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; যুদ্ধকালে গিয়াস্ উদ্দীন্ নিজ সৈন্যগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার পিতার অঙ্গে যেন অস্ত্রাঘাত না হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, যুদ্ধস্থলে সে আজ্ঞাপালন না হওয়ায় সেকন্দর সেই যুদ্ধে আহত হইলেন। পিতা আহত হইয়াছেন শুনিয়া, গিয়াস্ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পুত্রের কাতরোক্তি শ্রবণে পিতা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, “আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তুমি সুখে রাজ্য কর,” এই কথাটী বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, পাণ্ডুয়ায় যাইয়া সুল্‌তান্ গিয়াস্ উদ্দীন্ ১৩৬৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুবিচারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ শব্দের অর্থ “ধর্ম্মের সহায়” বাস্তবিক সুল্‌তান্ ঐ নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক বীর ও ন্যায়পরায়ণ নরপতি অতি বিরল।

ধর্ম্ম-প্রাণ সুল্‌তান্ একদিন ধনুর্ব্বিদ্যা-অভ্যাস-কালে আপনার অজ্ঞাত-সারে একটি ভীষণ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরে একটী বিধবার পুত্র আহত হয়। কিন্তু সুল্‌তান্ তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। বিধবা এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাৎকালিক বিচারপতি কাজি সুরাজ-উদ্দিনের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া, এবং মহামান্য কাজিকে সমগ্র বৃত্তান্ত জানাইয়া বিচার প্রার্থনা করিল।

ধীশক্তি-সম্পন্ন বিচারপতি রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি আমি সুল্‌তান্‌কে বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার আদেশ প্রতিপালিত হইবে না, আর যদি আমি তাঁহার কৃত অপরাধের বিচার না করি, তাহা হইলে আমাকে কর্ত্তব্য-পালনে' পরাঙ্মুখ বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট দোষী হইতে হইবে।

এইরূপ চিন্তার পর ন্যায়পরায়ণ কাজি বিচারালয়ের একজন কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ বিধবা রমণীর অভিযোগের বিরুদ্ধে উত্তর প্রদান জন্য রাজাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ কর্ম্মচারী এইরূপ আদেশ লইয়া অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে ভীত হইল। কি উপায় অবলম্বন করিলে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারা যায়, মনে মনে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল; অবশেষে সে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন একটি মস্‌জিদের চূড়ায় আরোহণ করিয়া, অসময়ে নগরবাসীদিগকে ঈশ্বর-উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। রাজা ঐ আহ্বান-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন ও একজন রক্ষীকে আদেশ করিলেন, দেখ, ঐ যে ব্যক্তি অসময়ে ঈশ্বরারাধানার্থে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মের প্রতি উপহাস করিতেছে, উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।

কর্ম্মচারী রাজসন্নিধানে আনীত হইল। সুল্‌তান্‌ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি এরূপ অসময়ে ধর্ম্মের নামে উপহাস করিতেছিলে? কর্ম্মচারী বিনা বাক্যব্যয়ে কাজির আদেশ-লিপি সুল্‌তানের করে অর্পণ করিল। তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া, ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং যথার্থ অনুতাপীর ন্যায় মনে মনে বহুক্ষণ আত্মভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি কাজি মহোদয়কে সংবাদ দাও, আমি যথাসময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব।

সুল্‌তান্‌ স্বয়ং কাজির বিচারালয়ে উপস্থিত হইবেন, শুনিয়া আদেশ-বাহক কর্ম্মচারী অত্যন্ত ভীত হইল এবং অনতিবিলম্বে কাজির নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইল। তচ্ছ্রবণে কাজিও ভীতি-ব্যঞ্জক কণ্ঠে কর্ম্মচারীকে অধৈর্য্য

উপায় অবলম্বনজন্য অপরাধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং উভয়েই মনে করিলেন, হয় ত উভয়কেই শূলারোহণ করিতে হইবে, না হয় উভয়েরই শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হইবে।

যথাসময়ে সামান্য বেশ পরিধান করিয়া, সুল্‌তান্‌ কাজির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজ-পরিচ্ছদের মধ্যে তাঁহার কটিদেশে একখানি শাণিত তরবারি সূর্য্যের কিরণে ঝলসিত হইতেছিল। তাহার চাকচিক্য দর্শনে কাজির ও তদীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল।

কাজি সময়োচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গম্ভীরভাবে এই অনুশাসন-লিপি পাঠ করিলেন। "আপনার শরে এই বিধবা রমণীর পুত্র আহত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ প্রদান করুন, নতুবা আপনাকে আপনার নামাঙ্কিত অনুশাসন-লিপি-অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।"

ধর্ম্ম-প্রাণ সুল্‌তান্‌ কাজির বিচার শিরোধার্য্য করিয়া, দুঃখার্ত্তা বিধবাকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে অনুমতি করিয়া, সামান্য অপরাধীর ন্যায় সেই দীনা রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দর্শকবৃন্দ ও স্বয়ং বিচারপতি তাঁহার সদাশয়তা ও মহত্ত্ব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে শতকণ্ঠে সাধুবাদ করিলেন।

অনন্তর কাজি তাঁহার বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়া যথাবিহিত রাজ-সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার কৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। সুল্‌তান্‌ তাঁহার সৎসাহসের ও ধর্ম্মবলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কাজি, তুমি ধর্ম্মাধিকরণিক বলিয়া তোমার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র আমি তোমার বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। যদি এই বিচারে তোমার অণুমাত্র পক্ষপাত দেখিতাম, তাহা হইলে এই তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তোমার মস্তক তম্মুহূর্ত্তেই দ্বিখণ্ডিত হইত। কিন্তু আমার রাজ্যে এরূপ সুবিচার হয় জানিয়া, আজি আমি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি এবং ভগবৎসমীপে আমার একান্ত প্রার্থনা যে, তোমার ন্যায় ন্যায়-পরায়ণ বিচারপতির উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্ত্তা মাত্রেই অপক্ষপাতে ও অবিচলিতচিত্তে রাজকার্য্য সম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করেন।"

শ্রীযুক্ত নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু-প্রণীত

পুস্তকাবলী

সংস্কৃত

বাঙ্গালা

ইংরাজী

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি টেক্‌ষ্টবুক্ কমিটির অনুমোদিত।

প্রকাশক।